JAN 0

বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের উপাচার্য হতে হাড্ডাহাড্ডি তদবির

এহসানুল হক : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএম এমইউ)-এর উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে সরকারের উর্ধ্বতন মহলে চলছে তদবিরের হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা। দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এ নিয়ে জোর তদবির চালাচ্ছেন। মূলত আওয়ামীপন্থী অধ্যাপকরাই বিএসএম এমইউ'র উপাচার্য হওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। তবে এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর খুব কাছের জনই উপাচার্য হওয়ার প্রতিযোগিতায় নিশ্চিতভাবে জয়ী হবেন বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। কিন্তু এ ধরনের চ্যানেলে একাধিক প্রার্থী থাকায় সরকার স্বাভাবিক কারণেই সিদ্ধান্তে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছে বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, বিএসএমএমইউ'র উপাচার্য অধ্যাপক এম এ কাদেরী জাতীয় সংসদের পাবনা-৫ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ায় সম্প্রতি পদত্যাগ করলে পদটি শূন্য হয়। যদিও বর্তমানে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ তাহির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন। সরকার শিগগিরই উপাচার্য নিয়োগ দিতে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র ভোরের কাগজের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, যারা উপাচার্য হওয়ার জন্য লবিং করছেন তারা সকলেই দেশের প্রবীণ এবং যার যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন। বর্তমানে যাদের নাম জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছেন বিএসএমএমইউ'র বর্তমান দুই উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ তাহির ও অধ্যাপক মাহমুদ হাসান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মেজবাউদ্দিন ইকবাল এবং বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক রশিদ-ই মাহ্‌বুব।

সূত্রটি আরো জানান, উপরোক্ত চারজনের মধ্যে অধ্যাপক তাহির ছাড়া বাকি তিনজনই প্রধানমন্ত্রীর খুব কাছের এবং আস্থাভাজন। তবে অধ্যাপক তাহির অন্য তিনজনের তুলনায় বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি প্রধানমন্ত্রীর খুব কাছের না হলেও সুনজরে আছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উল্লিখিত চারজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থানে রয়েছেন অধ্যাপক মাহমুদ হাসান। তার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি বলে বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে। তবে অধ্যাপক মাহমুদ হাসান উপাচার্য হলে অধ্যাপক তাহির উপ-উপাচার্যের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। অধ্যাপক মাহমুদ হাসানের তুলনায় অধ্যাপক তাহির সিনিয়র হওয়ার কারণেই তিনি এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বলে সূত্রটি জানান।

সূত্রটি থেকে আরো জানা যায়, উপাচার্যের পদের জন্য এ চারজন ছাড়া অবসরগ্রহণকারী আরো একজন অধ্যাপকের নামও শোনা যাচ্ছে। তিনিও চলে আসলে অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই। তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক ওয়ালিউল্লাহ। যার চিকিৎসক হিসেবেও রয়েছে যথেষ্ট নাম-ডাক। পাশাপাশি অবসরগ্রহণ করার আগে দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এছাড়া তার বড়ো জোর হচ্ছে তিনি সরকারের একজন সিনিয়র মন্ত্রীর নিকটাত্মীয়।

এছাড়া বিএসএমএমইউ'র কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সিরাজুল হক এবং অপথালমোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোঃ সালেহউদ্দিনের জন্যও কোনো কোনো চ্যানেলে তদবির হচ্ছে বলেও সূত্রটি জানান।

সরকারের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে, তদবিররত অধ্যাপকদের চাপাচাপির ফলে সরকার সকলকেই বাদ দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারের আস্থাভাজন দুজন অধ্যাপকের একজনকে টেনে আনা হতে পারে। যাদের বর্তমানে উপাচার্য হওয়ার ব্যাপারে তেমন কোনো আগ্রহ নেই। এ দুজন হচ্ছেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক কাজী শহিদুল আলম এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথালমোলজির পরিচালক মোদাচ্ছের আলী।